অতঃপর ছাফা পাহাড়ে উঠে কা'বার দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে তিনবার 'আল্লাহ আকবার' বলে তিনবার নিম্নের দো'আ পাঠ করতে হবে।

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَه، اَنْجَزَ وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَه-

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ, আনজাঝা ওয়া'দাহূ ওয়া নাছারা আবদাহূ ওয়া হাঝামাল আহঝা-বা ওয়াহদাহূ।*

অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা এবং তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান। আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি অদ্বিতীয়। তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন'।[১০১]

রাসূলল্লাহ (ছাঃ) মারওয়া পাহাড়েও অনুরূপ দো'আ করতেন যেভাবে ছাফা পাহাড়ে করেছেন।[১০২]

৩০। আরাফার দিবসের দো'আ :

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, সমস্ত দো'আর শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফার দিবসের দো'আ এবং সমস্ত যিকির যা আমি করেছি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ করেছেন তার মধ্যে শ্রেষ্ঠটি হল-

لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণ: লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।

অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই। তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই জন্য সমস্ত প্রশংসা। তিনি সকল কিছুর উপর ক্ষমতাবান'।[১০৩]

---

১০১. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪৪০।
১০২. ঐ।
১০৩. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৮২।

www.i-onlinemedia.net

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

ছহীহ হাদীছ থেকে চয়নকৃত

দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহ

১। রাতে ঘুমাবার দো'আ :

আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের নিদ্রাকে করেছি ক্লান্তি দূরকারী' *(আন-নাবা ৯)*।

নিদ্রা মানুষের চিন্তা-ভাবনাকে দূর করে তার অন্তর ও মস্তিষ্ককে এমন স্বস্তি ও শান্তি দান করে যার বিকল্প দুনিয়ার কোন শান্তি হ'তে পারে না। নিদ্রা বা ঘুম মানব জাতীর জন্য আল্লাহ্র বড় নে'মত।

শোয়ার সময় বিছানাটা ঝেড়ে নেওয়ার জন্য নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন'।[১০৪]

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শোয়ার সময় ডান পার্শ্বের উপর শুতেন, অতঃপর বলতেন,

اَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِىْ إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِىْ إِلَيْكَ وَالْجَأْتُ ظَهْرِىْ إِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً إِلَيْكَ لاَ مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجَأَ مِنْكَ إِلاَّ إِلَيْكَ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِىْ أَرْسَلْتَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আস্লাম্তু নাফ্সী ইলাইকা ওয়া ওয়াজ্জাহ্তু ওয়াজহী ইলাইকা ওয়া ফাউওয়ায্তু আমরী ইলাইকা ওয়ালজা'তু যাহরী ইলাইকা রাগ্বাতাওঁ ওয়া রাহবাতান ইলাইকা লা মালজাআ ওয়ালা মানজাআ মিন্কা ইল্লা ইলাইকা আ-মানতু বিকিতা-বিকাল্লাযী আনঝালতা ওয়া বি নাবিইয়্যিকাল্লাযী আরসাল্তা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমাতে সমর্পণ করলাম, তোমার দিকে মুখ ফিরালাম, আমার কাজ তোমার প্রতি ন্যস্ত করলাম এবং তোমার প্রতি ভয় ও আগ্রহ নিয়ে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করলাম। তুমি ছাড়া কোন আশ্রয়স্থল ও নাজাতের স্থান নেই। তোমার নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি ঈমান আনলাম এবং তোমার প্রেরিত নবীর প্রতি ঈমান আনলাম'।[১০৫]

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) এক ব্যক্তিকে বললেন, হে অমুক, যখন তুমি বিছানায় ঘুমাতে যাবে তখন ওযূ করবে তোমার ছালাতের ওযূর ন্যায়। অতঃপর

১০৪. বুখারী (ই.ফা) হা/৫৭৬৮।
১০৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২২৭৪।

www.i-onlinemedia.net

তোমার ডান পার্শ্বের উপরে শুবে এবং উক্ত দো'আ বলবে। তারপর নবী করীম (ছাঃ) বললেন, যদি তুমি সেই রাতেই মৃত্যু বরণ কর, তবে তুমি ইসলামের উপর মৃত্যু বরণ করবে আর যদি তুমি ভোরে উঠ, তবে তুমি কল্যাণের সাথে উঠবে'।[১০৬]

নবী করীম (ছাঃ) যখন রাতে শয্যা গ্রহণ করতেন, তখন বলতেন,

اَللَّهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَى-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহইয়া।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তোমারই নামে আমি মৃত্যুবরণ করছি এবং তোমারই দয়ায় পুনরায় জীবিত হব'।[১০৭]

রাতে ঘুমাবার সময় 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করলে তার জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ঘুম থেকে উঠা পর্যন্ত একজন পাহারাদার নিযুক্ত করা হয়। ফলে শয়তান তার নিকট আসতে পারে না।[১০৮]

নবী করীম (ছাঃ) রাতে ঘুমাবার সময় সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব, সূরা নাস পড়তেন।[১০৯]

রাসূল (ছাঃ) শোয়ার সময় গালের নিচে ডান হাত রেখে নিম্নের দো'আটিও পড়তেন-

اَللَّهُمَّ قِنِىْ عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা ক্বিনী 'আযা-বাকা ইয়াওমা তাব'আছু 'ইবা-দাকা।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তোমার আযাব হ'তে রক্ষা কর, যেদিন তুমি তোমার বান্দাদেরকে কবর হ'তে উঠাবে'।[১১০]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারার শেষ দু'টি আয়াত পড়বে, তার জন্য তা যথেষ্ট হবে'।[১১১]

নবী করীম (ছাঃ) শোয়ার সময় ফাতেমা (রাঃ)-কে ৩৩ বার সুব্‌হা-নাল্লাহ, ৩৩ বার আল্‌-হাম্‌দুলিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়তে বলেছিলেন।[১১২]

---

১০৬. ঐ।
১০৭. বুখারী, মিশকাত হা/২২৭২।
১০৮. বুখারী, মিশকাত হা/২০২১।
১০৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০২৯।
১১০. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২৮৯।
১১১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২০২৩।
১১২. মুসলিম, মিশকাত হা/২২৭৭।

www.i-onlinemedia.net

২। ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেলে দো'আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَأَنْ يَّحْضُرُوْنِ–

উচ্চারণ: *আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন গাযাবিহী ওয়া 'ইক্বা-বিহী ওয়া শাররি 'ইবা-দিহী ওয়া মিন হামাঝা-তিশ শাইয়া-ত্বীনি ওয়া আইয়াহযুরূন।*

অর্থ: 'আমি আশ্রয় চাই আল্লাহ্র পরিপূর্ণ বাক্য সমূহের মাধ্যমে তাঁর ক্রোধ ও শাস্তি হতে, তাঁর বান্দাদের অপকারিতা হতে, শয়তানের কুমন্ত্রণা হতে এবং তাদের উপস্থিতি হতে।[১১৩]

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ ঘুমের মধ্যে ভয় পায় তখন সে যেন উক্ত দো'আ পাঠ করে। ফলে কোন কুমন্ত্রণা তার ক্ষতি করতে পারবে না'।[১১৪]

৩। ঘুমন্ত অবস্থায় ভাল বা মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয় :

ভাল স্বপ্ন দেখলে করণীয়-

(১) 'আল্-হাম্দু লিল্লাহ' পড়া (২) সুসংবাদ গ্রহণ করা (৩) প্রিয় ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করা।

মন্দ স্বপ্ন দেখলে করণীয়-

(১) 'আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শায়ত্বানির রাজীম' তিন বার পড়া (২) বাম দিকে তিন বার থুক ফেলা (৩) পার্শ্ব পরিবর্তন করে শোয়া (৪) কারো কাছে প্রকাশ না করা।[১১৫]

৪। ঘুম থেকে উঠার পর দো'আ:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ–

উচ্চারণ: *আল-হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী আহ্ইয়া-না বা'দা মা আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্নুশূর।*

অর্থ: 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য, যিনি আমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করলেন এবং ক্বিয়ামতের দিন তাঁরই নিকটে সকলকে ফিরে যেতে হবে।[১১৬]

---

১১৩. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৬৩।
১১৪. ঐ।
১১৫. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৪০৮-৯।
১১৬. বুখারী, মিশকাত হা/২২৭২।

www.i-onlinemedia.net

৫। শৌচাগারে প্রবেশের দো'আঃ

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল খুবছি ওয়াল খাবা-ইছ।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি মন্দ কাজ ও শয়তান থেকে আপনার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১১৭]

৬। শৌচাগার হ'তে বের হওয়ার দো'আ :

غُفْرَانَكَ *(গুফরা-নাকা)* **অর্থঃ** 'হে আল্লাহ! তোমার নিকট ক্ষমা চাই'।[১১৮]

কুলুখঃ পানি না পাওয়া গেলে পায়খানা বা প্রস্রাবের পর মাটি, পাথর, ইটের কুচি ইত্যাদি দিয়ে কুলুখ করবে। হাড় বা শুকনো গোবর দ্বারা কুলুখ করা যাবে না। কাপড়ের টুকরো বা টিসু পেপার দিয়েও কুলুখ করা যায়। কিন্তু পানি পাওয়া গেলে কুলুখ ব্যবহার করা ঠিক নয়। কারণ একই সাথে পানি ও কুলুখ ব্যবহার ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়।

৭। খাবার গ্রহণের সময় দো'আ :

কুরআনের বাণী- 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে সব হালাল ও পবিত্র বস্তু দিয়েছেন তা তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্র অনুগ্রহের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদতকারী হয়ে থাক' *(সূরা নাহল ১১৪)*।

মানুষ তার মানবীয় জীবনে আল্লাহ্র নে'মত আহারের মাধ্যমে বেঁচে থাকে বিধায় তা গ্রহণের সময় আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করা আমাদের কর্তব্য।

'বিসমিল্লাহ' বলে ডান হাত দিয়ে খাওয়া শুরু করতে হবে।[১১৯] নিম্নের দো'আটিও পড়া যায়-

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِّنْهُ-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ লানা ফীহি ওয়া আত্ব'ইম্না খাইরাম্ মিন্হু।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো উত্তম খাদ্য দিন'।[১২০]

---

১১৭. বুখারী, মিশকাত হা/৩১০।
১১৮. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩৩২।
১১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৯৮০।
১২০. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৯৮।

www.i-onlinemedia.net

প্রথমে 'বিসমিল্লাহ' বলতে ভুলে গেলে নিম্নের দো'আটি পড়তে হয়- بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ *উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি আউওয়ালাহূ ওয়া আ-খিরাহূ।* **অর্থ:** 'আল্লাহ্র নামে খাওয়ার শুরু ও শেষ'।[১২১]

৮। খাবার শেষে দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ أَطْعَمَنِىْ هَذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِحَوْلٍ مِّنِّىْ وَلاَ قُوَّةٍ-

উচ্চারণ: *আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমানী হা-যাত্ ত্বা'আ-মা ওয়া রাযাক্বানীহি মিন্ গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়া লা কুউওয়াতিন।*

অর্থ: 'সেই আল্লাহ্র যাবতীয় প্রশংসা যিনি আমাকে পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়াই খাওয়ালেন ও রূযী দান করলেন।[১২২] মু'আয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ' কোন মুসলমান খাবার বস্তু খাওয়ার পর অথবা পানীয় দ্রব্য পানের পর যদি দো'আটি পড়ে, তবে তার পূর্বের গোনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১২৩] অথবা

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِىْ أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا-

উচ্চারণ: *আল-হামদু লিল্লা-হিল্লাযী আত্ব'আমা ওয়া সাক্বা ওয়া সাউওয়াগাহূ ওয়া জা'আলা লাহূ মাখরাজা।*

অর্থ: 'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি খাওয়ালেন, পান করালেন, অতি সহজে তা উদরস্থ করালেন এবং পরিশেষে অপ্রয়োজনীয় অংশ বের হবার ব্যবস্থা করলেন'।[১২৪]

৯। খাওয়া শেষে দস্তরখানা উঠানোর সময় দো'আ:

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا فِيْهِ غَيْرَ مَكْفِىٍّ وَّلاَ مُوَدَّعٍ وَّلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا-

উচ্চারণ: *আল-হামদু লিল্লা-হি হাম্দান্ কাছীরান্ ত্বাইয়্যিবাম্ মুবা-রাকান্ ফীহি গাইরা মাকফিইয়্যিন ওয়ালা মুওয়াদ্দা'ইন ওয়ালা মুস্তাগ্নান্ 'আনহু রাব্বানা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! সমস্ত প্রশংসা তোমার, অধিক অধিক প্রশংসা, যা পবিত্র ও বরকতময়। হে প্রভু! তোমার অনুগ্রহ হ'তে মুখ ফিরানো যায় না, আর এর অন্বেষণ ত্যাগ করা যায় না এবং এর প্রয়োজন হ'তে মুক্ত থাকা যায় না।[১২৫]

---

১২১. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০২০।
১২২. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪১৪৯।
১২৩. ঐ।
১২৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০২৪।
১২৫. বুখারী, মিশকাত হা/৪০১৭।

www.i-onlinemedia.net

১০। দুধপান করার সময় দো'আ :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্ লানা ফীহি ওয়া ঝিদ্না মিনহু।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এতে বরকত দিন, ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধি করে দিন'।[১২৬]

১১। মেযবানের জন্য মেহমানের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْلَهُمْ وَارْحَمْهُمْ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক্লাহুম ফীমা রাঝাক্বতাহুম ওয়াগফিরলাহুম ওয়ার হাম্হুম।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে তুমি বরকত দান কর, তাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং তাদের উপর রহমত বর্ষণ কর'।[১২৭]

১২। দরজা-জানালা বন্ধের সময় পঠিত দো'আ :

দরজা-জানালা বন্ধের সময় এবং খাদ্যপাত্র ঢাকার সময় 'বিস্মিল্লাহ' বলবে।[১২৮]

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'বিসমিল্লাহ' বলে ঘরের দরজা সমূহ বন্ধ কর, আর 'বিসমিল্লাহ' বলে তোমাদের মশকের (পানির পাত্র) মুখ বন্ধ কর এবং 'বিসমিল্লাহ' বলে খাদ্যপাত্র ঢেকে রাখ। অতঃপর শোয়ার সময় বাতিগুলো নিভিয়ে দাও।[১২৯]

১৩। বাড়ী থেকে বের হওয়ার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ–

উচ্চারণ: বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কালতু 'আলাল্লা-হি, লা-হাওলা ওয়ালা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হি।

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্র নামে বের হচ্ছি, আল্লাহ্র উপর ভরসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও শক্তি নেই'।[১৩০]

---

১২৬. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৯৮।
১২৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১৫।
১২৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪১০৯।
১২৯. ঐ।
১৩০. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৩০।

www.i-onlinemedia.net

উম্মে সালমা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখনই আমার ঘর হ'তে বের হ'তেন আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُبِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন আযিল্লা আও উযাল্লা আও আযলিমা আও উযলামা আও আজহালা আও ইউজহালা 'আলাইয়্যা।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাই বিপথগামী হওয়া বা বিপদগামী করা, অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া, অজ্ঞতা প্রকাশ করা বা অজ্ঞতা প্রকাশের পাত্র হওয়া হ'তে'।[১৩১]

১৪। বাড়ীতে প্রবেশের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَسْئَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খাইরাল মাওলিজি ওয়া খাইরাল মাখরাজি, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজনা ওয়া আলাল্লা-হি রাব্বিনা তাওয়াক্কাল্‌না।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। তোমার নামেই আমরা প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করলাম'। অতঃপর পরিবারের লোকদের প্রতি সালাম দিতে হবে।[১৩২]

১৫। আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের বিদায় দানের দো'আ :

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ وَزَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَلَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ-

উচ্চারণ: আসতাওদি'উল্লা-হা দীনাকা ওয়া আমা-নাতাকা ওয়া খাওয়া-তীমা 'আমালিকা ওয়া ঝাউওয়াদাকাল্লা-হুত তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যামবাকা ওয়া ইয়াসসারা লাকাল খাইরা হাইছু মা-কুন্‌তা।

অর্থ: তোমার দ্বীন, তোমার আমানত, তোমার কাজের শেষ পরিণতি আল্লাহ্‌র উপর সোপর্দ করলাম। আল্লাহ যেন তোমার তাক্বওয়া বৃদ্ধি করে দেন। তোমার গোনাহ ক্ষমা করে দেন আর তুমি যেখানেই থাক যে কাজই কর কল্যাণকর দিক যেন আল্লাহ তোমাকে সহজ করে দেন'।[১৩৩]

---

১৩১. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩২৯।
১৩২. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৩১।
১৩৩. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩২২, ২৩২৪।

www.i-onlinemedia.net

১৬। নতুন কাপড় পরিধান কালে দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ كَسَانِىْ هَذَا وَرَزَقَنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلاَ قُوَّةٍ-

উচ্চারণ: আল্-হাম্দু লিল্লা-হিল্লাযী কাসা-নী হাযা ওয়া রাঝাক্বানীহি মিন গাইরি হাওলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুউওয়াতিন।

অর্থ: 'সেই আল্লাহ্র সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাকে বিনাশ্রমে ও শক্তি প্রয়োগ ব্যতীতই রূযী দান করেছেন এবং এই পোষাক পরিধান করিয়েছেন।[১৩৪] কাপড় খুলে রাখার সময় 'বিসমিল্লা-হ' বলতে হয়।[১৩৫]

১৭। আয়না দেখার দো'আ :

اَللّٰهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِىْ فَأَحْسِنْ خُلُقِىْ-

উচ্চারণ: আল্লা-হুম্মা হাস্সান্তা খাল্ক্বী ফাআহসিন খুলূক্বী।

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছ, তুমি আমার চরিত্র সুন্দর করে দাও'।[১৩৬]

১৮। বিবাহের খুৎবা :

إِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلْ فَلاَ هَادِىَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ-

يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَتَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَاَنْتُمْ مُسْلِمُوْنَ-

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً- وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهِ وَالْاَرْحَامَ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا-

يَآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا- يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا-

(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৩০১৪; আলে ইমরান ১০২; নিসা ১; আহযাব ৭০-৭১)।

---

১৩৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৪৯।
১৩৫. তিরমিযী সনদ ছহীহ, হিছনুল মুসলিম, পৃঃ ১৩।
১৩৬. আহমাদ, মিশকাত হা/৫০৯৯, হাদীছ ছহীহ।

www.i-onlinemedia.net

১৯। বিবাহ পড়ানোর পর বর-কনের জন্য বিবাহ আসরে পঠনীয় দো'আ :

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি বিবাহ করত নবী করীম (ছাঃ) তাকে অভিনন্দন জানিয়ে এই দো'আ করতেন-

بَارَكَ اللهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِى خَيْرٍ-

উচ্চারণ: *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ওয়া বা-রাকা 'আলাইকা ওয়া জামা'আ বাইনাকুমা ফী খাইর।*

অর্থ: 'এই বিবাহে আল্লাহ তোমাকে বরকত দান করুক এবং তোমাদের উভয়ের উপর বরকত হোক আর তোমাদের দু'জনকে অতি উত্তমরূপে একত্রে অবস্থান করার ব্যবস্থা করে দিন'।[১৩৭]

২০। বাসর ঘরে পাঠ করার দো'আ :

বাসর রাতে স্বামী স্বীয় স্ত্রীর কপালে হাত রেখে বলবে-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরামা জাবাল্তাহা 'আলাইহি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররিমা জাবাল্তাহা 'আলাইহ।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট তার মঙ্গল ও যে মঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা প্রার্থনা করছি। আর তার অমঙ্গল ও যে অমঙ্গলের উপর তাকে সৃষ্টি করেছ তা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি'।[১৩৮]

উল্লেখ্য, চতুষ্পদ জন্তু কিংবা কোন খাদেম ক্রয় করে ও উক্ত দো'আ পড়তে হয়।[১৩৯]

২১। বাসর রাতে দু'রাক'আত ছালাত পড়া এবং দো'আ :

বাসর রাতে স্বামী তার স্ত্রীকে পিছনে নিয়ে জামা'আত সহকারে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে এবং এই দো'আ পাঠ করবে,

اَللَّهُمَّ بَارِكْ لِىْ فِىْ أَهْلِىْ وَبَارِكْ لَهُمْ فِىَّ- اَللَّهُمَّ اجْمَعْ بَيْنَنَا مَا جَمَعْتَ بِخَيْرٍ وَ فَرِّقْ بَيْنَنَا إِذَا فَرَّقْتَ إِلَى خَيْرٍ-

১৩৭. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৩২।
১৩৮. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৪৪৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২৩৩৩।
১৩৯. ঐ।

www.i-onlinemedia.net

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লী ফী আহ্লী ওয়া বা-রিক লাহুম ফিইয়্যা, আল্লা-হুম্মাজমা' বাইনানা মা জামা'তা বিখাইরিন ওয়া ফাররিক্ব বাইনানা ইযা ফাররাক্বতা ইলা খাইর।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার জন্য আমার পরিবারে বরকত দান কর এবং তাদের স্বার্থে আমার মাঝে বরকত দাও। হে আল্লাহ! তুমি যা ভাল একত্রিত করেছ তা আমাদের মাঝে একত্রিত কর। আর যখন কল্যাণের দিকে বিচ্ছেদ কর তখন আমাদের মাঝে বিচ্ছেদ কর'।[১৪০]

২২। স্ত্রীর মিলনের দো'আ :

স্ত্রী সহবাসের পূর্বে বলতে হবে-

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا-

উচ্চারণ: *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা জান্নিব্নাশ্ শাইত্বা-না ওয়া জান্নিবিশ্ শাইত্বা-না মা রাঝাক্বতানা।*

অর্থ: 'আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি, হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে শয়তান থেকে দূরে রাখ এবং আমাদের এ মিলনের ফলে যে সন্তান দান করবে তাকেও শয়তান থেকে দূরে রাখ'।[১৪১]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর সাথে মিলনের পূর্বে যদি উক্ত দো'আ বলে তারপর তাদের কিসমতে কোন সন্তান থাকলে শয়তান তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।[১৪২]

২৩। সকাল-সন্ধ্যায় যেসব দো'আ পড়তে হয় :

اَللَّهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيْكَهُ- أَشْهَدُ اَنْ لاَّ اِلهَ اِلاَّ اَنْتَ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِه-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা 'আ-লিমাল গাইবি ওয়াশ্শাহা-দাতি ফা-ত্বিরাস্ সামা-ওয়াতি ওয়ালআরযি রাব্বা কুল্লি শাইয়িন ওয়া মালীকাহূ, আশ্হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লা আনতা আ'ঊযুবিকা মিন শার্‌রি নাফ্সী ওয়া মিন্ শাররিশ শাইত্বানি ওয়া শিরকিহী।*

১৪০. আদাবুয যিফাফ, পৃঃ ৯৬, বঙ্গানুবাদ পৃঃ ২৭।
১৪১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৪।
১৪২. ঐ।

www.i-onlinemedia.net

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি অদৃশ্য ও দৃশ্যকে জানো, আসমান ও যমীনের তুমি স্রষ্টা, প্রত্যেক বস্তুর তুমি প্রতিপালক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া কোন মা'বুদ নেই। আমি আমার মনের কুমন্ত্রণা, শয়তানের কুমন্ত্রণা ও তার শিরক হ'তে আশ্রয় চাই'।[১৪৩]

নবী করীম (ছাঃ) উক্ত দো'আটি সকাল-সন্ধ্যা এবং শয্যা গ্রহণের সময় পড়ার জন্য আবুবকর (রাঃ)-কে বলেছিলেন।[১৪৪]

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَه لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ-

উচ্চারণঃ *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকালাহূ, লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থঃ 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং তিনি একক তাঁর কোন শরীক নেই, তাঁরই রাজত্ব, সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল'।[১৪৫]

আবু আইয়্যাশ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকালে উঠে উক্ত দো'আ পড়বে তার জন্য ইসমাঈল বংশীয় একটি দাস মুক্ত করার সমান ছওয়াব হবে। তার জন্য দশটি পুণ্য লিখা হবে, দশটি পাপ ক্ষমা করা হবে, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে এবং শয়তান হ'তে হেফাযতে থাকবে।[১৪৬]

أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَأَتُوْبُ إِلَيْهِ-

উচ্চারণঃ *আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইল্লাহুয়াল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যূম ওয়া আতূবু ইলাইহ্।*

অর্থঃ 'আমি সেই মহান আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাচ্ছি। যিনি ছাড়া কেউ ইবাদতের যোগ্য নয়। যিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী। আমি তাঁরই কাছে তওবা করছি'।[১৪৭]

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণঃ *লা হাওলা ওয়ালা ক্বুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থঃ 'নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ছাড়া'।[১৪৮]

---

১৪৩. তিরমিযী, আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩২; মিশকাত হা/২২৭৯।
১৪৪. ঐ।
১৪৫. আবুদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২৩৯২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/২২৮৪।
১৪৬. ঐ।
১৪৭. ছহীহ তিরমিযী হা/২৮৩১, মিশকাত হা/২২৪৪ সনদ ছহীহ।
১৪৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৩, বঙ্গানুবাদ- ২২১২।

www.i-onlinemedia.net

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় একশত বার বলবে سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ (সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহি) ক্বিয়ামতের দিন এটা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বাক্য নিয়ে কেউ উপস্থিত হ'তে পারবে না। কেবল সেই ব্যক্তি ব্যতীত, যে এর অপেক্ষা অধিকবার বলবে।[১৪৯]

اَللَّهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللَّهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللَّهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফীবাদানী, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী সাম'ঈ, আল্লা-হুম্মা 'আ-ফিনী ফী বাছারী লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দেহকে হেফাযত কর। হে আল্লাহ! তুমি আমার শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিকে হেফাযত কর। তুমি ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোন মা'বূদ নেই'।[১৫০]

আমল: উক্ত দো'আটি সকালে তিন বার ও সন্ধ্যায় ৩ বার পড়তে হবে।[১৫১]

নবী করীম (ছাঃ) নিম্নের দো'আটি সকাল-সন্ধ্যা পড়তেন-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ العَفْوَ وَ العَافِيَةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالعَافِيَةَ فِىْ دِيْنِىْ وَدُنْيَاىَ وَأَهْلِىْ وَمَالِىْ، اَللَّهُمَّ اسْتُرْ عَوْرَاتِىْ وَامِنْ رَوْعَاتِىْ، اَللَّهُمَّ احْفَظْنِىْ مِنْ بَيْنِ يَدَىَّ وَمِنْ خَلْفِىْ وَعَنْ يَّمِيْنِىْ وَعَنْ شِمَالِى وَمِنْ فَوْقِىْ وَأَعُوْذُ بِعَظْمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِىْ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিইয়াতা ফিদ্ দুনইয়া ওয়াল্ আখিরাতি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকাল্ 'আফওয়া ওয়াল 'আ-ফিইয়াতা ফী দ্বীনী ওয়া দুন্ইয়া-ইয়া ওয়া আহলী ওয়া মা-লী, আল্লা-হুম্মাসতুর 'আওরা-তী ওয়া আ-মিন রাও'আতী, আল্লা-হুম্মাহ্ফাযনী মিন্ বাইনি ইয়াদাইয়্যা ওয়া মিন খালফী ওয়া 'আই ইয়ামীনী ওয়া 'আন শিমা-লী ওয়া মিন্ ফাওক্বী ওয়া আ'ঊযু বি'আযমাতিকা আন্ উগতা-লা মিন তাহ্তী।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে দুনিয়া ও আখিরাতের নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আমার দ্বীন, দুনিয়া, পরিবার ও সম্পদের অনিষ্টতা হ'তে নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। হে আল্লাহ! তুমি আমার দোষ ঢেকে রাখ

১৪৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৮৯।
১৫০. আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/২৩০১।
১৫১. ঐ।

www.i-onlinemedia.net

এবং ভয় থেকে নিরাপদ রাখ। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সামনে থেকে, পিছন থেকে, ডান-বাম থেকে এবং উপর থেকে হেফাযত কর। আর আমি তোমার মর্যাদার নিকটে আশ্রয় চাই মাটিতে ধ্বসে যাওয়া হ'তে'।[১৫২]

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন ঝাওয়া-লি নি'মাতিকা ওয়া তাহাওউলি 'আ-ফিয়াতিকা ওয়া ফুজা-আতি নিক্বমাতিকা ওয়া জামীঈ সাখাত্বিকা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রদত্ত নিয়ামতের হ্রাস, তোমার' দেওয়া সুস্থতার পরিবর্তন, তোমার শাস্তির হঠাৎ আক্রমণ এবং তোমার সমস্ত অসন্তোষ হ'তে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।[১৫৩]

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) চিন্তাযুক্ত অবস্থায় বলতেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল্ হাযানে ওয়াল্ 'আজঝি ওয়াল কাসালি ওয়াল্জুব্নি ওয়াল বুখলি ওয়া যালা'ইদ দাইনি ওয়া গালাবাতির রিজা-লি।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট চিন্তা, শোক, অপারগতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা, ঋণগ্রস্ততা ও মানুষের রোষানল থেকে আশ্রয় চাই'।[১৫৪]

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক দিন সকালে ও সন্ধ্যায় তিন বার করে নিম্নের দো'আটি পড়বে তাকে কোন বালা-মুছীবত স্পর্শ করবে না-

بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الْأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ-

উচ্চারণ: *বিসমিল্লা-হিল্লা-যী লা ইয়াযুররু মা'আসমিহী শাইয়ুন ফীল আরযি ওয়া লা ফিসসামা-য়ি ওয়া হুয়াস সামী'উল 'আলীম।*

---

১৫২. আবুদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২২৮৬।
১৫৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩৪৮।
১৫৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৪৫।

www.i-onlinemedia.net

অর্থ: 'আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি, যাঁর নামে শুরু করলে আসমান ও যমীনের কোন বস্তুই কোনরূপ ক্ষতিসাধন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ'।[১৫৫]

উম্মে সালমা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) ফজরের ছালাত শেষে বলতেন-

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَّعَمَلاً مُّتَقَبَّلاً وَّرِزْقًا طَيِّبًا-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা 'ইলমান নাফিআওঁ ওয়া 'আমালাম্ মুতাক্বাববালাওঁ ওয়া রিঝক্বান ত্বাইয়্যিবান।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে উপকারী জ্ঞান, কবুলযোগ্য আমল ও হালাল রূযী প্রার্থনা করছি।[১৫৬]

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّمَا خَلَقَ-

উচ্চারণ: *আ'ঊযু বিকালিমা-তিল্লা-হিত্ তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা খালাক্বা।*

অর্থ: 'আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালিমা দ্বারা তার অনিষ্টকর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চাচ্ছি'।[১৫৭]

২৪। শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণার প্রতিকার :

'যদি শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহ'লে সাথে সাথে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি শ্রবণকারী মহাজ্ঞানী' *(আ'রাফ ২০০)*।

শয়তান এবং তার কুমন্ত্রণা হ'তে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পড়তে হবে-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণ: *আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।*

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।[১৫৮]

ছালাতের ভিতর শয়তান কুমন্ত্রণা দিলে আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করে (আঊযুবিল্লাহ পড়ে) বাম দিকে তিনবার থুক ফেলতে হবে।[১৫৯]

কুরআন তেলাওয়াতের সময় : আল্লাহ বলেন, 'যখন তুমি কুরআন পাঠ আরম্ভ করবে, বিতাড়িত শয়তান হ'তে আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে' *(নাহল ৯৮)*।

---

১৫৫. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২২৮০।
১৫৬. আহমাদ, ইবনে মাজাহ, মিশকাত হা/২৩৮৪।
১৫৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১১।
১৫৮. আবুদাঊদ।
১৫৯. মুসলিম, মিশকাত হা/৭১।

www.i-onlinemedia.net

২৫। দ্বীনের উপর টিকে থাকার জন্য দো'আ :

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِىْ عَلَى دِيْنِكَ-

উচ্চারণ: *ইয়া-মুক্বাল্লিবাল কুলূবি ছাব্বিত ক্বালবী 'আলা দ্বীনিকা।*

অর্থ: 'হে অন্তর আবর্তনকারী! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ'।[১৬০]

২৬। প্রার্থনা কবুল হওয়ার জন্য দো'আ :

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ- سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَلاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِاللهِ-

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকালাহূ লাহুল্ মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর। সুবহানাল্লা-হি ওয়াল হাম্দু লিল্লা-হি ওয়া লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ।*

অর্থ: 'আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সাম্রাজ্য, তাঁরই সমস্ত প্রশংসা, তিনি সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাশীল। আমি আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা করছি এবং তাঁর প্রশংসা করছি। আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন কৌশল নেই আর কোন ক্ষমতাও নেই'।[১৬১]

উবাদা ইবনু ছামেত (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি রাতে জাগ্রত হয়ে উক্ত দো'আ পাঠ করে সে যে দো'আ করবে তা কবুল হয়। যে ওযূ করে ছালাত পড়ে আল্লাহ তার সে ছালাত কবুল করেন।[১৬২]

২৭। গ্রহণযোগ্য ইবাদত করার তাওফীক্ব চেয়ে দো'আ :

اَللَّهُمَّ أَعِنِّىْ عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আ'ইন্নী 'আলা-যিক্রিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবা-দাতিকা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে সাহায্য কর আমি যেন তোমার শুকরিয়া আদায় করতে পারি এবং ভালভাবে তোমার ইবাদত করতে পারি'।[১৬৩]

---

১৬০. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/১০২, বাংলা মিশকাত হা/৯৫।
১৬১. বুখারী, মিশকাত হা/১১৪৫।
১৬২. ঐ।

www.i-onlinemedia.net

প্রত্যেক ছালাতের পর উক্ত দো'আটি পাঠ করার জন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মু'আয (রাঃ)-কে অছিয়ত করেন।[১৬৪]

২৮। দুনিয়ার ফিত্না ও কবর আযাব থেকে বাঁচার দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল জুবনি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিনাল বুখলি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ আরযালিল 'উমুরি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিতনাতিদ্ দুনইয়া ওয়া 'আযা-বিল ক্বাব্‌রি।*

অর্থ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কাপুরুষতা থেকে আশ্রয় চাই। কৃপণতা থেকে আশ্রয় চাই, বৃদ্ধ অবস্থার কষ্ট থেকে মুক্তি চাই। দুনিয়ার ফিতনা ও কবরের আযাব থেকে বাঁচার জন্য আশ্রয় চাই'।[১৬৫]

২৯। ক্ষমা প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ দো'আ বা সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার :

اَللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّىْ لَآ إِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِىْ وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىَ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَاسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَإِنَّه لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা ইলা-হা ইল্লা আনতা খালাক্বতানী, ওয়া আনা 'আবদুকা ওয়া আনা 'আলা 'আহদিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাসতাত্বা'তু, আ'ঊযুবিকা মিন শাররি মা ছানা'তু আবূউলাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূউ বিযাম্‌বী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা-ইয়াগফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক, তুমি ছাড়া কোন প্রভু নেই। তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমার বান্দা। আমি সাধ্যমত তোমার কাছে দেওয়া ওয়াদা ও প্রতিশ্রুতি পালনে সচেষ্ট আছি। আমি আমার কৃতকর্মের অনিষ্ট হ'তে তোমার নিকট আশ্রয় চাই। আমাকে যে নে'মত দান করেছ তা স্বীকার করছি এবং আমি আমার পাপ সমূহ স্বীকার করছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া কেউ ক্ষমাকারী নেই'।[১৬৬]

---

১৬৩. আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৮৮৮।
১৬৪. ঐ।
১৬৫. বুখারী, মিশকাত হা/৯০২।
১৬৬. বুখারী, মিশকাত হা/২২২৭।

www.i-onlinemedia.net

ফযীলত : নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ দিনে পাঠ করে সন্ধ্যার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্গত হবে। আর রাতে পাঠ করে সকাল হওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করবে সে জান্নাতীদের অন্তর্গত হবে।[১৬৭]

৩০। ঋণ পরিশোধ করার জন্য সাহায্য চেয়ে দো'আ :

اَللَّهُمَّ اكْفِنِىْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِىْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাকফিনী বিহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগনিনী বিফাযলিকা 'আম্মান সিওয়া-কা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে হালালের সাহায্যে হারাম হ'তে বাঁচাও এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ব্যতীত অন্যের মুখাপেক্ষিতা হ'তে বাঁচাও'।

ফযীলত : পাহাড় পরিমাণ দেনার চাপ থাকলেও উক্ত দো'আর বদৌলতে আল্লাহ তা পরিশোধ করার সামর্থ্য দিবেন বলে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।[১৬৮]

৩১। চোখ, কান, জিহ্বা, মন ও বীর্যের অপকারিতা হ'তে পরিত্রাণের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِىْ وَشَرِّ بَصَرِىْ وَشَرِّ لِسَانِى وَشَرِّ قَلْبِىْ وَشَرِّ مَنِيِّىْ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন শাররি সাম'ঈ ওয়া শাররি বাছারী ওয়া শাররি লিসা-নী ওয়া শাররি ক্বালবী ওয়া শাররি মানিইয়্যি।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আমার কানের অপকারিতা, আমার চোখের অপকারিতা, আমার জিহ্বার অপকারিতা, আমার মনের অপকারিতা ও বীর্যের অপকারিতা হ'তে আশ্রয় চাই'।[১৬৯]

৩২। অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হ'তে পরিত্রাণের দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْفَقْرِ والْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল ফাক্বরি ওয়াল ক্বিল্লাতি ওয়াযযিল্লাতি ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন আন আযলিমা আও উযলামা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট অভাব, স্বল্পতা ও অপমান হ'তে আশ্রয় চাই। আরও আশ্রয় চাই অত্যাচার করা বা অত্যাচারিত হওয়া থেকে'।[১৭০]

---

১৬৭. ঐ।
১৬৮. ছহীহ তিরমিযী হা/২৮২২; মিশকাত হা/২৩৩৬ সনদ হাসান।
১৬৯. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫৫১; মিশকাত হা/২৩৫৮ সনদ ছহীহ।

www.i-onlinemedia.net

৩৩। শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি হ'তে আশ্রয় চেয়ে দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ البَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّءِ الْأَسْقَامِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিনাল বারাছি ওয়াল জুযা-মি ওয়াল জুনূনি ওয়া মিন সাইয়্যিইল আসক্বা-মি।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে শ্বেত রোগ, কুষ্ঠ রোগ, পাগলামি ও খারাপ রোগ সমুদয় হ'তে আশ্রয় চাই'।[১৭১]

৩৪। যুদ্ধে বের হয়ে যে দো'আ পড়তে হয় :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ عَضُدِىْ وَنَصِيْرِىْ بِكَ أَحُوْلُ وَبِكَ أَصُوْلُ وَبِكَ أُقَاتِلُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আনতা 'আযুদী ওয়া নাছীরী বিকা আহূলু ওয়া বিকা আছূলু ওয়া বিকা উক্বা-তিলু।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমার বাহুবল, তুমি আমার সাহায্যকারী, তোমারই সাহায্যে আমি শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করি, তোমারই সাহায্যে আমি আক্রমণ চালাই এবং তোমারই সাহায্যে আমি যুদ্ধ করি'।[১৭২]

৩৫। রাগ দমনের দো'আ :

দু'জন লোক মহানবী (ছাঃ)-এর সামনে ঝগড়া-বিবাদ করছিল। এদের একজন রাগে হিতাহিত জ্ঞান হারাবার উপক্রম হ'লে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি একটি বাক্য জানি যদি এ লোকটি সে বাক্য পাঠ করে তাহ'লে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে যাবে। বাক্যটি হল এই-

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণ: আ'ঊযুবিল্লা-হি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বাক্যটি পাঠ করল এতে তার উত্তেজনা প্রশমিত হয়ে গেল।[১৭৩]

৩৬। জটিল পরিস্থিতি মোকাবেলায় দো'আ :

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে লোক চিন্তা-ভাবনা, পেরেশানী কিংবা কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হবে তার পক্ষে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি পড়া উচিত। তাতে সমস্ত জটিলতা সহজ হয়ে যাবে। বাক্যগুলি এরূপ-

---

১৭০. আবুদাঊদ, ছহীহ নাসাঈ হা/১৩৪৭; মিশকাত হা/২৩৫৩।
১৭১. ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫৫৪; মিশকাত হা/২৩৫৬ সনদ ছহীহ।
১৭২. তিরমিযী, সনদ ছহীহ, ছহীহ আবূদাঊদ হা/২৬৩২; মিশকাত হা/২৩২৭।
১৭৩. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৬।

www.i-onlinemedia.net

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَآإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَآ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمٰوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ-

উচ্চারণ: *লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হুল 'আযীমুল হালীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুল 'আরশিল 'আযীম, লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু রাব্বুস সামা-ওয়া-তি ওয়া রাব্বুল আরযি রাব্বুল 'আরশিল কারীম।*

অর্থ: 'সহনশীল আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের প্রতিপালক। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের রব এবং মহান আরশের রব'।[১৭৪]

৩৭। বিপদের সময় যা পড়তে হয় :

لَآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ-

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লা আনতা সুবহা-নাকা ইন্নী কুনতু মিনায যা-লিমীন।*

অর্থ: '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি মহা পবিত্র। আমি যালিমদের অন্তর্গত হয়ে গেছি'।[১৭৫]

নবী করীম (ছাঃ) বিপদ ও সংকটকালে বলতেন,

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ-

উচ্চারণ: *ইয়া-হাইয়্যু ইয়া-ক্বাইয়্যূমু বিরাহমাতিকা আসতাগীছ।*

অর্থ: 'হে চিরঞ্জীব, হে চিরস্থায়ী! তোমার দয়ায় আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি'।[১৭৬]

কোন মুসলমানের উপর বিপদ আসলে বলতে হয়,

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ- اَللّٰهُمَّ أْجُرْنِىْ فِىْ مُصِيْبَتِىْ وَاخْلُفْ لِىْ خَيْرًا مِّنْهَا-

উচ্চারণ: *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না-ইলাইহি রা-জি'ঊন, আল্লা-হুম্মা আজিরনী ফী মুছীবাতী ওয়া আখলিফলী খাইরাম মিন্‌হা।*

অর্থ: 'নিশ্চয়ই আমরা আল্লাহ্‌র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমার এই বিপদে আমাকে প্রতিফল দাও এবং আমাকে এর চেয়ে উত্তম বিনিময় দান কর'।[১৭৭]

---

১৭৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩০৫।
১৭৫. আম্বিয়া ৮৭।
১৭৬. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩৪১।
১৭৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০।

www.i-onlinemedia.net

মুমিনের বৈশিষ্ট্য হ'ল, হঠাৎ বালা-মুছীবতের সম্মুখীন হ'লে ধৈর্য সহকারে উক্ত দো'আ করা।

আবুবকর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, বিপদগ্রস্তের দো'আ হচ্ছে-

اَللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِىْ إِلَى نَفْسِىْ طَرْفَةَ عَيْنٍ وَّ أَصْلِحْ لِىْ شَانِىْ كُلَّهُ لَآ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা রাহমাতাকা আরজূ ফালা তাকিলনী ইলা নাফসী ত্বারফাতা 'আইনিওঁ ওয়া আছলিহলী শা-নী কুল্লাহূ লা ইলা-হা ইল্লা আন্‌তা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দয়া কামনা করি। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই'।[১৭৮]

৩৮। বিপদগ্রস্ত লোককে দেখে দো'আ :

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ بِهِ وَفَضَّلَنِىْ عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً-

উচ্চারণ: *আল-হাম্‌দু লিল্লা-হিল্লাযী 'আ-ফা-নী মিম্মাব্‌তালা-কা বিহী ওয়া ফাযযালানী 'আলা কাছীরিম্ মিম্মান খালাক্বা তাফ্‌যীলান্।*

অর্থ: আল্লাহ্‌র শোকর, যিনি তোমাকে যাতে পতিত করেছেন তা হ'তে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং আমাকে তাঁর সৃষ্টির অনেক জিনিস অপেক্ষা অধিক মর্যাদা দান করেছেন'।[১৭৯]

ফযীলত : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ও আবু হুরায়রাহ (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্তকে দেখে উক্ত দো'আ পাঠ করবে, তার প্রতি ঐ বিপদ কখনও পৌঁছাবে না, সে যেখানেই থাকুক না কেন'।[১৮০]

৩৯। শত্রুর শত্রুতা থেকে বাঁচার জন্য দো'আ :

আবু মূসা আশ'আরী (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন কোন দল সম্পর্কে ভয় করতেন তখন বলতেন,

اَللَّهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِىْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্না নাজ'আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'ঊযুবিকা মিন শুরূরিহিম।*

---

১৭৮. ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/২৩৩৪ সনদ হাসান।
১৭৯. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৩১৭।
১৮০. ঐ।

www.i-onlinemedia.net

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তোমাকে তাদের সামনে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছি এবং তাদের অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য তোমার আশ্রয় চাচ্ছি'।[১৮১]

৪০। ভাল ব্যবহার করলে তার জন্য দো'আ :

جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا – *(জাঝা-কাল্লা-হু খাইরান্)*।

অর্থঃ 'আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দিন'।[১৮২]

৪১। আকাশে মেঘ হ'লে করণীয় :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আকাশে মেঘ দেখলে এই দো'আ পড়তেন,

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّمَا فِيْهِ–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন শাররি মা ফীহি।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! এতে যা মন্দ রয়েছে তা হতে আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

এতে যদি আল্লাহ মেঘ পরিস্কার করে দিতেন, তিনি আল্লাহ্র শোকর করতেন। আর বৃষ্টি বর্ষণ আরম্ভ হ'লে বলতেন- اَللَّهُمَّ سَقْيًا نَافِعًا (আল্লা-হুম্মা সাক্বইয়ান না-ফি'আন)। অর্থ: 'হে আল্লাহ! উপকারী পানি দান কর'।[১৮৩]

৪২। ঝড়-তুফানের সময় পঠিতব্য দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَمَا فِيْهَا وَخَيْرَمَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা খাইরাহা ওয়া খাইরা মাফী হা ওয়া খাইরা মা-উরসিলাত বিহী ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন শাররিহা ওয়া শাররি মা ফীহা ওয়া শাররি মা উরসিলাত বিহী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আগত ঝড়ের সাথে যে কল্যাণ এর মধ্যে যে কল্যাণ এবং যে কল্যাণ নিয়ে উক্ত ঝড় প্রেরিত তার সবগুলোই আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি। আর আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি তার অকল্যাণ হ'তে, তার মধ্যে নিহিত অকল্যাণ হ'তে এবং যে অকল্যাণ নিয়ে প্রেরিত হয়েছে তা হ'তে।[১৮৪]

---

১৮১. আহমাদ, ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫৩৭; মিশকাত হা/২৩২৮ সনদ ছহীহ।
১৮২. তিরমিযী।
১৮৩. নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, ছহীহ আবূদাঊদ হা/৫০৯০; মিশকাত হা/১৪৩৪ সনদ ছহীহ।
১৮৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪২৭।

www.i-onlinemedia.net

৪৩। বৃষ্টি চেয়ে দো'আ :

اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا– اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا– اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا –

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আগিছনা, আল্লা-হুম্মা আগিছনা, আল্লা-হুম্মা আগিছ না।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও। হে আল্লাহ! আমাদের বৃষ্টি দাও'।[১৮৫]

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا– اَللَّهُمَّ اسْقِنَا– اَللَّهُمَّ اسْقِنَا–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাসক্বিনা আল্লা-হুম্মাসক্বিনা, আল্লা-হুম্মাসক্বিনা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও, হে আল্লাহ! বৃষ্টি দাও'।[১৮৬]

اَللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُّغِيْثًا مَّرِيْئًا مَرِيْعًا نَّافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাসক্বিনা গাইছাম মুগীছাম মারীআন মারী'আন না-ফি'আন গাইরা যা-র্‌রিন 'আ-জিলান গাইরা আ-জিলিন।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমাদেরকে এমন সুপেয় পানি দ্বারা পরিতৃপ্ত, কর যা ফসল উৎপাদনে খুবই সহায়ক, অতি কল্যাণকর, কোন ক্ষতিকারক নয়, সহসা আগমনকারী, বিলম্বকারী নয়'।[১৮৭]

৪৪। বৃষ্টি বর্ষণ হ'তে দেখলে বলতে হয় :

اَللَّهُمَّ صَيِّبًا نَّافِعًا– *(আল্লা-হুম্মা ছাইয়িবান্ না-ফি'আন্)।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! মুষলধারায় কল্যাণকর বৃষ্টি দাও'।[১৮৮]

৪৫। বৃষ্টি বন্ধের দো'আ :

اَللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا– اَللَّهُمَّ عَلَى الْأَكَامِ وَالْجِبَالِ وَالْآجَامِ وَالظِّرَابِ وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ–

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা হাওয়া-লাইনা ওয়া লা 'আলাইনা, আল্লা-হুম্মা 'আলাল আকা-মি ওয়াল্ জিবা-লি ওয়াল্ উজা-মি ওয়ায্ যিরা-বি ওয়াল্ আওদিইয়াতি ওয়া মানা-বিতিশ্ শাজারি।*

---

১৮৫. বুখারী হা/৯৫৯।
১৮৬. বুখারী হা/৯৫৮।
১৮৭. আবুদাউদ, মিশকাত হা/১৪২১।
১৮৮. বুখারী হা/৯৭৫, মিশকাত হা/১৪১৪।

www.i-onlinemedia.net

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমাদের আশে-পাশে বৃষ্টি বর্ষণ কর, আমাদের উপরে করিও না। হে আল্লাহ! টিলা, পাহাড়, উচ্চভূমি, মালভূমি, উপত্যকা এবং বনাঞ্চলে বর্ষণ কর'।[১৮৯]

৪৬। কুরবানী করার দো'আ :

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ– *(বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার)*।

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করছি, তিনি মহান'।[১৯০]

بِسْمِ اللهِ اَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّىْ وَمِنْ أَهْلِ بَيْتِىْ–

উচ্চারণঃ *বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলি বাইতী।*

অর্থঃ 'আমি আল্লাহ্‌র নামে যবেহ করছি। হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ থেকে'।[১৯১]

৪৭। চাঁদ দেখার দো'আ :

ত্বালহা ইবনু ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন তখন বলতেন-

اَللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيْمَانِ وَالسَّلاَمَةِ وَالْإِسْلاَمِ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللهُ–

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা আহিল্লাহূ 'আলাইনা বিল আমনি ওয়াল ঈমা-নি ওয়াস সালামাতি ওয়াল ইসলা-মি রাব্বী ওয়া রাব্বুকাল্লা-হু।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! এই নতুন চাঁদকে আমাদের হেফাযত, ঈমান, শান্তি ও ইসলামের কল্যাণের সাথে উদয় কর। (হে চাঁদ) আমার প্রভু ও তোমার প্রভু এক আল্লাহ'।[১৯২]

৪৮। নবজাত শিশুর তাহনীক ও দো'আ করা :

'তাহনীক' শব্দের অর্থ- অভিজ্ঞ করা, সুদক্ষ করা। কোন তাক্বওয়াশীল ব্যক্তি খেজুর চিবিয়ে কিংবা মধু বা মিষ্টি জাতীয় কোন বস্তুতে স্বীয় লালা মিশ্রিত করে নবজাত শিশুর মুখে দেওয়াকে 'তাহনীক' বলে।

আসমা বিনতু আবুবকর (রাঃ)-এর সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর তাকে এনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোলে তুলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি খেজুর

১৮৯. বুখারী হা/৯৫৮।
১৯০. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৩৬৯।
১৯১. ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, মাসায়েলে কুরবানী।
১৯২. তিরমিযী, মিশকাত হা/২৩১৬।

www.i-onlinemedia.net

আনতে বললেন এবং তিনি তা চিবিয়ে ছেলের মুখে তুলে দিলেন এবং তার জন্য বরকতের দো'আ করলেন-

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ –

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা বা-রিক লাহুম ফীমা রাযাক্বতাহুম।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তাকে সর্ববিষয়ে বরকত দান কর এবং যে রূযী দিয়েছ তাতেও বরকত দান কর'।[১৯৩]

৪৯। হাঁচি দিয়ে ও শুনে যে দো'আ পড়তে হয় :

হাঁচি দিয়ে বলতে হয় اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ *(আল- হামদু লিল্লা-হ)*; অর্থ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র'।

শ্রোতা বলবে يَرْحَمُكَ اللّٰهُ *(ইয়ারহামু কাল্লা-হু)* অথ 'আল্লাহ তোমার উপর রহমত বর্ষণ করুক'।

হাঁচি দাতা পুনরায় বলবে

يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ– *(ইয়াহদীকুমুল্লা-হু ওয়া ইউছ্লিহু বা-লাকুম্)*।

অর্থ: 'আল্লাহ তোমাকে (বা তোমাদেরকে) হেদায়াত করুন এবং তোমাকে (বা তোমাদেরকে) সংশোধন করুন'।[১৯৪]

অমুসলিমদের হাঁচির জবাবেও يَهْدِيْكُمُ اللّٰهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ পড়বে।

৫০। হাটে-বাজারে প্রবেশ করার সময় দো'আ :

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَىٌّ لاَّ يَمُوْتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ–

উচ্চারণ: *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহূ লা শারীকা লাহূ লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল হাম্দু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া হাইয়্যুল লা-ইয়ামূতু বিইয়াদিহিল খাইরু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।*

অর্থ: 'আল্লাহ ব্যতীত কোন মা'বূদ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই রাজত্ব, তাঁরই প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু দান করেন। তিনি

১৯৩. বুখারী হা/৪৯৬০; মিশকাত হা/৩৯৭২।
১৯৪. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৫৩৪।

www.i-onlinemedia.net

চিরঞ্জীব, কখনও মৃত্যুবরণ করবেন না। তাঁর হাতেই কল্যাণ এবং তিনি সমস্ত বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান'।[১৯৫]

নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি উক্ত দো'আ পড়ে বাজারে প্রবেশ করবে, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ পুণ্য লিখবেন, দশ লক্ষ পাপ মুছে দিবেন, দশ লক্ষ মর্যাদা বাড়াবেন, বেহেশতে তার জন্য একটি ঘর প্রস্তুত করবেন'।[১৯৬]

৫১। রোগীকে দেখতে যাওয়া এবং তার জন্য দো'আ :

রোগী দেখতে যাওয়ার ফযীলত: ছাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন মুসলমান যখন কোন রোগী দেখতে যেতে থাকে, তখন সে জান্নাতের ফল আহরণ করতে থাকে (অথবা জান্নাতের পথে চলতে থাকে), যতক্ষণ না সে প্রত্যাবর্তন করে'।[১৯৭]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কারো যখন অসুখ হ'ত তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর ডান হাত অসুস্থ ব্যক্তির গায়ে বুলাতেন এবং বলতেন,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِى لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَّ يُغَادِرُ سَقَمًا–

উচ্চারণ: আযহিবিল বা'সা রাব্বাননা-সি ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা-ইউগা-দিরু সাক্বামা।

অর্থ: 'হে মানুষের প্রতিপালক! তুমি এ রোগ দূর কর, তাকে আরোগ্য দান কর, তুমিই আরোগ্যদানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই, এমন আরোগ্য, যা ধোকা দেয় না কোন রোগীকে'।[১৯৮]

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) কোন রোগীকে দেখতে গেলে বলতেন-

لاَ بَأْسَ طَهُوْرٌ إِنْ شَاءَ اللهُ– *(লা-বা'সা ত্বহূরুন ইনশা-আল্লা-হ)।*

অর্থ: 'ভয় নেই, আল্লাহ্র মেহেরবানীতে আরোগ্য লাভ করবে ইনশাআল্লাহ'।[১৯৯]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, কেউ কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার সামনে সে নিম্নের দো'আটি সাত বার পড়বে,

أَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ أَنْ يَّشْفِيَكَ–

১৯৫. তিরমিযী, সনদ হাসান, ইবনু মাজাহ হা/২২৩৫; মিশকাত হা/২৩১৮।
১৯৬. ঐ।
১৯৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৯৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৪৪।
১৯৯. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৪৩।

www.i-onlinemedia.net

উচ্চারণ: *আসআলুল্লা-হাল 'আযীমা রাব্বাল 'আরশিল 'আযীমি আইয়্যাশফিয়াকা।*

অর্থ: 'আমি মহান আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করছি, যিনি মহান আরশের অধিকারী, তিনি যেন তোমাকে আরোগ্য দান করেন'।[২০০]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন কোন মানুষ তার কোন অঙ্গে বেদনা অনুভব করত বা কোথাও ফোড়া, বাঘী ইত্যাদি দেখা দিত, তখন নবী করীম (ছাঃ) তার উপর নিজের অঙ্গুলি বুলাতে বুলাতে বলতেন,

بِسْمِ اللهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا لِيُشْفَى سَقِيْمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا-

উচ্চারণ: *বিসমিল্লা-হি তুরবাতু আরযিনা বিরীক্বাতি বা'যিনা-লিইউশফা সাক্বীমুনা বিইযনি রাব্বিনা।*

অর্থ: 'আল্লাহ্‌র নামে, আমাদের যমীনের মাটি আমাদের কারো থুথুর সাথে মিশিয়ে আমাদের রোগীকে ভাল করবে, আমাদের প্রভুর নির্দেশে'।[২০১]

আয়েশা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন অসুস্থ হ'তেন 'মু'আওবিযাতান' দ্বারা নিজের শরীরের উপর ফুঁ দিতেন এবং নিজের হাত দ্বারা শরীর মুছে ফেলতেন (যেন রোগ দূর করা হচ্ছে)।[২০২]

'মু'আওবিযাতান' হল (১) কুরআনের শেষ দুই সূরা- সূরা ফালাক্ব ও নাস অথবা (২) সূরা কাফেরূন ও এখলাছ অথবা (৩) সে সকল আয়াত, যাতে আল্লাহ্‌র স্মরণ করা হয়েছে।

ওছমান ইবনু আবুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একবার তিনি তার শরীরে বেদনার কথা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জানালেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, তুমি তোমার শরীরে যেখানে বেদনা অনুভূত হচ্ছে সেখানে হাত রেখে তিনবার 'বিসমিল্লাহ' আর সাত বার বল-

أَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ-

উচ্চারণ: *আ'ঊযু বি'ইঝঝাতিল্লা-হি ওয়া ক্বুদরাতি-হী মিন্ শাররি মা-আজিদু ওয়া উহা-যিরু।*

অর্থ: 'আমি আল্লাহ্‌র প্রতাপ ও তাঁর ক্ষমতার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি যা আমি অনুভব করছি ও আশংকা করছি তার মন্দ হ'তে'। ওছমান (রাঃ) বলেন, আমি তা করলাম, ফলে আল্লাহ আমার শরীরে যা ছিল তা দূর করে দিলেন।[২০৩]

---

২০০. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪৬৭।
২০১. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৪৫।
২০২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৪৬।
২০৩. মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৪৭।

www.i-onlinemedia.net

৫২। মৃত্যু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাময় ব্যক্তির দো'আ :

নবী করীম (ছাঃ) মৃত্যুর আগে নিম্নের দো'আ বেশী বেশী পড়ছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَارْحَمْنِىْ وَأَلْحِقْنِىْ بِالرَّفِيْقِ الْأَعْلَى-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার হাম্‌নী ওয়া আলহিক্বনী বিররাফীক্বিল আ'লা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে মহান বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও'।[২০৪]

৫৩। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যা বলতে হয় :

আবু সাঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের মুমূর্ষু ব্যক্তিদেরকে 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলে দিবে'।[২০৫]

মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট স্পষ্ট করে ও ধীরে ধীরে উক্ত কালিমাটি শুনাতে হবে, যাতে সে পড়তে পারে।

মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যার শেষ বাক্য হবে, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' সে জান্নাতে যাবে।[২০৬]

মৃত ব্যক্তির চোখ বন্ধ করার সময় যে দো'আ পড়তে হয়:

উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আবু সালামার নিকট পৌঁছলেন তখন তাঁর চক্ষু-খোলা ছিল। তিনি তার চক্ষু বন্ধ করে বললেন, রূহ যখন কবয করা হয় তখন চক্ষু তার অনুসরণ করে। একথা শুনে আবু সালামার পরিবারের কিছু লোক চিৎকার করে কেঁদে উঠলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিজেদের জন্য মঙ্গল কামনা ছাড়া অযথা কিছু করো না। কেননা তোমরা যা বলবে, তার উপর ফেরেশতাগণ আমীন বলবেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِىْ سَلَمَةَ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ فِى الْمَهْدِيِّيْنَ وَاخْلُفْهُ فِىْ عَاقِبِهِ فِى الْغَابِرِيْنَ وَاغْفِرْلَنَا وَلَهُ يَا رَبَّ الْعَالَمِيْنَ وَافْسَحْ لَهُ فِىْ قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيْهِ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মাগফিরলি আবী সালামাতা ওয়ারফা' দারাজাতাহূ ফিল মাহদিইয়্যিনা ওয়াখলুফহু ফী 'আক্বিবিহী ফিল গা-বিরীন, ওয়াগ্‌ফিরলানা ওয়া লাহূ ইয়া-রাব্বাল 'আ-লামীনা ওয়াফসাহ্ লাহূ ফী ক্বাবরিহী ওয়া নাওবির লাহূ ফীহ্।*

২০৪. বুখারী, মুসলিম।
২০৫. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫২৮।
২০৬. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫৩৩।

www.i-onlinemedia.net

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি আবু সালামাকে মাফ করে দাও, হেদায়াত প্রাপ্তদের মধ্যে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান কর এবং তার পিছনে যারা রয়ে গেল তাদের মধ্যে তুমিই তার প্রতিনিধি হও। ইয়া রাব্বাল আলামীন! তুমি আমাদেরকে ও তাকে ক্ষমা কর, তার কবরকে প্রশস্ত করে দাও এবং তাতে তার জন্য আলোর ব্যবস্থা কর'।[২০৭]

বি:দ্রঃ দো'আতে আবু সালমার নাম আছে। আবু সালমার নাম বাদ দিয়ে যার জন্য দো'আ পাঠ করা হবে তার নাম উক্ত জায়গায় সংযুক্ত করা যাবে।

৫৪। কোন নতুন জায়গায় গিয়ে দো'আ :

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ-

উচ্চারণঃ *আ'ঊযুবিকালিমা-তিল্লা-হিত্তা-ম্মা-তি মিন শাররি মা-খালাক্বা।*

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র পরিপূর্ণ কালিমা দ্বারা তার সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে মুক্তি চাচ্ছি'।[২০৮]

খাওলা বিনতে হাকীম (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন স্থানে অবতরণ করে উক্ত দো'আ পাঠ করবে তাকে কোন জিনিস ক্ষতি করতে পারবে না, সেই স্থান হ'তে প্রস্থান করা পর্যন্ত।[২০৯]

৫৫। 'আনন্দের' সংবাদ শুনে করণীয় :

নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আনন্দের সংবাদ আসলে তিনি আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ সিজদায় পড়ে যেতেন।[২১০]

আশ্চর্যজনক অবস্থায় 'সুবহানাল্লাহ' ও আনন্দের সময় 'আল্লাহু আকবার' বলতে হয়।[২১১]

৫৬। কেউ প্রশংসা করলে বলতে হয় :

اَللّٰهُمَّ لاَ تُؤَاخِذْنِىْ بِمَا يَقُوْلُوْنَ- وَاغْفِرْلِىْ مَا لاَ يَعْلَمُوْنَ، وَاجْعَلْنِىْ خَيْرًا مِّمَّا يَظُنُّوْنَ-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা লা-তুআ-খিযনী বিমা ইয়াকূলূনা, ওয়াগ্‌ফিরলী মা-লা ইয়া'লামূনা ওয়াজ'আলনী খাইরাম মিম্মা-ইয়াযননূনা।*

---

২০৭. মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩১।
২০৮. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩১০।
২০৯. ঐ।
২১০. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৪০৮।
২১১. বুখারী (ই.ফা) হা/৫৬৭২।

www.i-onlinemedia.net

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তারা যা বলছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও কর না, আমাকে ক্ষমা কর, যা তারা জানে না। আর আমাকে তাদের ধারণার চেয়েও ভাল করে দাও।[২১২]

৫৭। শিরক থেকে বাঁচার দো'আ :

اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ- وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা আন্ উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু, ওয়া আসতাগফিরুকা লিমা লা আ'লামু।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! আমার জানা অবস্থায় তোমার সাথে শিরক করা থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। আর অজানা অবস্থায় শিরক হয়ে গেলে ক্ষমা প্রার্থনা করছি'।[২১৩]

৫৮। কোন ব্যক্তি দান করলে তার জন্য দো'আ :

بَارَكَ اللهُ لَكَ فِىْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ-

উচ্চারণ: *বা-রাকাল্লা-হু লাকা ফী আহলিকা ওয়া মা-লিকা।*

অর্থ: 'আল্লাহ! তোমার সম্পদ ও পরিবারবর্গে বরকত দান করুন' *(বুখারী)*।

আব্দুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রাঃ) বলেন, যখন কোন ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট ছাদাক্বাহ নিয়ে আসত, তখন তিনি বলতেন,

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ- *(আল্লা-হুম্মা ছাল্লি 'আলাইহি)।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি তার প্রতি দয়া কর'।[২১৪]

৫৯। বরকত সহ সম্পদ বৃদ্ধির দো'আ :

উম্মে সুলাইম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আনাস আপনার খাদেম, আপনি আল্লাহ্র নিকট তার জন্য দো'আ করুন। নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করলেন,

اَللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ وَبَارِكْ لَهُ فِيْمَا أَعْطَيْتَهُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হুম্মা আকছির মা-লাহু ওয়া ওয়ালাদাহু ওয়া বা-রিক লাহু ফীমা আ'ত্বাইতাহু।*

---

২১২. বুখারী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হিসনুল মুসলিম।
২১৩. আহমাদ, হিসনুল মুসলিম।
২১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৬৮৫।

www.i-onlinemedia.net

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনি তার সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিন, আর আপনি তাকে যা কিছু দিয়েছেন তাতে বরকত দান করুন'।[২১৫]

৬০। ইফতারের দো'আ :

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) যখন ইফতার করতেন তখন বলতেন,

ذَهَبَ الظَّمَاءُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ-

উচ্চারণঃ *যাহাবায যামা-উ ওয়াব তাল্লাতিল 'উরূক্ব, ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশা-আল্লা-হ।*

অর্থঃ 'তৃষ্ণা দূর হ'ল, শিরা-উপশিরা সিক্ত হ'ল এবং সওয়াব নির্ধারিত হ'ল ইনশাআল্লাহ।[২১৬]

৬১। লায়লাতুল ক্বদরের দো'আ :

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّىْ-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুউউন তহিব্বুল 'আফ্ ওয়া ফা'ফু 'আন্নী।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে ভালবাস, অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর'।[২১৭]

৬২। পশুর পিঠে আরোহনের দো'আ :

একদা আলী (রাঃ)-এর নিকট একটি আরোহনের পশু আনা হ'লে তিনি তাতে পা রাখার সময় 'বিসমিল্লাহ' বললেন। পিঠে আরোহনের পর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললেন। অতঃপর বললেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هذَا وَمَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ- وَإِنَّا إِلى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ-

উচ্চারণঃ *সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না- ইলা রাব্বিনা লামুনক্বালিবূন।*

অর্থঃ 'পবিত্র তিনি, যিনি (আল্লাহ) একে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, আমরা একে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব'। অতঃপর তিনবার 'আল-হামদুলিল্লাহ' এবং তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন।

এরপর বললেন,

---

২১৫. বুখারী হা/৫৮২৫।
২১৬. আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৮৯৬।
২১৭. আহমাদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১৯৯০।

www.i-onlinemedia.net

سُبْحَانَكَ اَللَّهُمَّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِىْ فَاغْفِرْلِىْ فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ-

উচ্চারণ: *সুবহা-নাকা আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী ফাগফিরলী ফাইন্নাহূ লা ইয়াগফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আনতা।*

অর্থ: 'আমি তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, হে আল্লাহ! আমি আমার আত্মার উপর অত্যাচার করেছি। সুতরাং তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। কেননা তুমি ছাড়া অপরাধ ক্ষমা করার আর কেউ নেই'।[২১৮]

উল্লেখ্য: উক্ত দো'আ যান্ত্রিক স্থল ও আকাশ যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

৬৩। সফরের দো'আ :

ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সফরে বের হবার সময় যখন উটের পিঠে আরোহন করতেন তখন তিনবার 'আল্লাহু আকবার' বলতেন। অতঃপর বলতেন,

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ- وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ- اَللَّهُمَّ إِنَّا نَسْئَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى- اَللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاَطْوِ لَنَا بُعْدَهُ- اَللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ- اَللَّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ-

উচ্চারণ: *সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা-কুন্না লাহূ মুক্বরিনীন। ওয়া ইন্না ইলা রাব্বিনা লামুন ক্বালিবূন। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বিররা ওয়াত্ তাক্বওয়া ওয়া মিনাল 'আমালি মা-তারযা। আল্লা-হুম্মা হাওবিন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়া আত্বি লানা বু'দাহূ। আল্লা-হুম্মা আনতাছছাহিবু ফিসসাফারি ওয়ালখালীফাতু ফিলআহলি ওয়ালমালি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি ওয়া কা-বাতিল মানযারি ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহলি।*

অর্থ: পবিত্র তিনি, যিনি (আল্লাহ) এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন এবং আমরা এদেরকে বশীভূত করতে সক্ষম ছিলাম না। আমরা অবশ্যই আমাদের পালনকর্তার দিকে ফিরে যাব। হে আল্লাহ! আমরা আমাদের এই সফরে তোমার নিকট মঙ্গল ও পরহেযগারী কামনা করছি। আর এমন আমল কামনা করছি, যা তোমার সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে। হে আল্লাহ! আমাদের জন্য এই সফরকে সহজসাধ্য করে দাও এবং তার দূরত্বকে কমিয়ে দাও। হে আল্লাহ!

২১৮. আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২৩২১।

www.i-onlinemedia.net

তুমিই এই সফরে আমাদের সাথী এবং পরিবার-পরিজন ও সম্পদের তুমিই একমাত্র রক্ষক। হে আল্লাহ! তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি সফরের ক্লান্তি, বেদনাদায়ক দৃশ্য এবং প্রত্যাবর্তনের পর সম্পদ ও পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি ও অশুভ পরিণতি হতে'।

আর যখন নবী করীম (ছাঃ) সফর হ'তে ফিরে আসতেন তখন নিম্নের অংশটুকু বৃদ্ধি করে বলতেন,

آئِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ-

উচ্চারণ: *আ-ইবূনা, তা-ইবূনা, 'আ-বিদূনা লিরাব্বিনা হা-মিদূন।*

অর্থ: 'আমরা প্রত্যাবর্তন করলাম তওবাকারী, ইবাদতকারী এবং আমাদের প্রভুর প্রশংসাকারী রূপে'।[২১৯]

৬৪। ঈদের দিনে তাকবীর পাঠ :

اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ-

উচ্চারণ: *আল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার, লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াল্লা-হু আকবার, আল্লা-হু আকবার ওয়া লিল্লা-হিল হামদ্।*

অর্থ: আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বূদ নেই। আল্লাহ মহান, আল্লাহ মহান, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্র জন্য *(ইবনু আবী শায়বা)*।

৬৫। প্রতিদিনের তাসবীহ-তাহলীল :

আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশী বেশী করে স্মরণ কর' *(আহযাব ৪১)*।

সূরা আ'রাফের ৫৫ ও ২০৫নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহকে স্মরণ করার পদ্ধতি জানা যায়। তাঁকে স্মরণ করতে হবে আপন মনে, কাকুতি-মিনতি করে, সংগোপনে, নীরবে, সকালে ও সন্ধ্যায় (সর্বক্ষণ)।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ্র নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাক্য ৪টি। আর এ বাক্য ৪টি পাঠ করা তাঁর কাছে সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষা প্রিয়তর। বাক্য ৪টি হল- (১) সুবহা-নাল্লা-হ (২) আল্হামদু লিল্লা-হ (৩) লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ (৪) আল্লা-হু আকবার।[২২০]

নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের পর ১০ বার করে 'সুবহা-নাল্লা-হ', 'আল-হামদুলিল্লা-হ', 'আল্লা-হু আকবার' পড়তে বলেছেন।[২২১]

---

২১৯. মুসলিম, মিশকাত হা/২৩০৮।
২২০. মুসলিম, মিশকাত হা/২১৮৬-৮৭।
২২১. বুখারী (ই.ফা) হা/৫৭৭৭।

www.i-onlinemedia.net

নবী করীম (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের পর ও শয্যা গ্রহণ কালে ৩৩ বার 'সুবহা-নাল্লা-হ', ৩৩ বার 'আল-হামদুলিল্লা-হ', ৩৪ বার 'আল্লা-হু আকবার' পড়তে বলেছেন।[২২২]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ যিকর হল- 'লা-ইলা-হা ইল্লল্লা-হ', আর শ্রেষ্ঠ দো'আ হল- 'আল্হামদু লিল্লা-হ'।[২২৩]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যার শেষ বাক্য হবে 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' সে জান্নাতে যাবে'।[২২৪]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রত্যহ একশ' বার 'সুবহা-নাল্লা-হ' বলবে তার জন্য এক হাযার নেকী লেখা হবে এবং এক হাযার অপরাধ ক্ষমা করা হবে'।[২২৫]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ১০০ বার 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী' বলবে তার অপরাধ সমূহ মাফ করে দেয়া হবে। তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হলেও।[২২৬]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি বলবে 'সুবহা-নাল্লা- হিল 'আযীম ওয়া বিহামদিহী' তার জন্য জান্নাতে একটি খেজুর গাছ লাগানো হবে।[২২৭]

রাসূল (ছাঃ) বলেন, জান্নাতের ধনাগারের একটি কালেমা হল- 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'।[২২৮]

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রত্যহ ১০০ বার বলবে, 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা-শারীকালাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা-কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর' সে ১০জন দাস মুক্ত করার সমান ছওয়াব পাবে, তার জন্য ১০০টি পুণ্য লেখা হবে, ১০০টি অপরাধ ক্ষমা করা হবে, ঐ দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত সে শয়তান হ'তে নিরাপদ থাকবে এবং সে সবচেয়ে বেশী মর্যাদার অধিকারী হবে।[২২৯]

ইউসিরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, তোমাদের জন্য তাসবীহ, তাহলীল, তাকদীস পাঠ করা যরূরী। তোমরা আঙ্গুলের মাধ্যমে তাসবীহ পাঠ কর। নিশ্চয়ই আঙ্গুলকে জিজ্ঞাসা করা হবে এবং আঙ্গুল কথা

২২২. মুসলিম, মিশকাত হা/৯০৪, ২২৭৭।
২২৩. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২১৯৮।
২২৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৫৩৩।
২২৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২১৯১।
২২৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৮৮।
২২৭. তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৯৬।
২২৮. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৫।
২২৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৯৪।

www.i-onlinemedia.net

বলবে।[২৩০] আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে দক্ষিণ হস্ত দিয়ে তাসবীহ গণনা করতে দেখেছি।[২৩১]

৬৬। বৈঠকে যে দো'আ পড়তে হয় :

একই বৈঠকে নবী করীম (ছাঃ) একশত বার নিম্নের দো'আটি পড়তেন,

رَبِّ اغْفِرْلِى وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ-

উচ্চারণ: *রাব্বিগ ফিরলী ওয়াতুব 'আলাইয়্যা ইন্নাকা আনতাত্ তাউওয়াবুল গাফূর।*

অর্থ: 'প্রভু হে! তুমি আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার তওবা কবুল কর। কেননা তুমি তওবা কবুলকারী ক্ষমাশীল'।[২৩২]

৬৭। বৈঠক শেষের দো'আ :

আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন কোন বৈঠকে বসতেন বা কুরআন তেলাওয়াত করতেন অথবা কোন ছালাত আদায় করতেন এসব কিছুর সমাপ্তি ঘোষণা করতেন এই বলে,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ-

উচ্চারণ: *সুব্হা-নাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা আশহাদু আন লা-ইলা-হা ইল্লা আনতা আস্তাগ্ফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।*

অর্থ: 'হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র এবং তোমার প্রশংসা। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আমি তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তওবা করছি'।[২৩৩]

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সকলকে ক্ষমা কর এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আমল করার তাওফীক্ব দান কর। আমীন!!

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ -
اللَّهُمَّ اغْفِرْلِى وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ-

॥ সমাপ্ত ॥

২৩০. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২০৮।
২৩১. আবুদাঊদ, হিসনুল মুসলিম, ২৯৯ পৃঃ।
২৩২. আহমাদ, তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২২৪৩।
২৩৩. আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৩৩৭।

www.i-onlinemedia.net